দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
বৃহস্পতিবার ২৮ আষ
১২ জুলাই ২০১২

জমজমাট আয়োজনে ঢাবিতে প্রযুক্তি উৎসব শুরু

ঢাকা ইউনিভার্সিটি আইটি সোসাইটি (ডিউইআইটিএস)-এর উদ্যোগে গতকাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুই দিনব্যাপী 'ডিইউআইটিএস-স্যামসাং ক্যাম্পাস প্রযুক্তি উৎসব'। 'আইসিটি এনাবল ক্যাম্পাস ফর বেটার এডুকেশন' বা 'উন্নত শিক্ষায় প্রযুক্তিনির্ভর ক্যাম্পাস' স্লোগান নিয়ে আয়োজিত এ উৎসবে দেশের শীর্ষস্থানীয় ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিলনায়তনে (টিএসসি) বর্ণাঢ্য র‍্যালির মাধ্যমে এ উৎসবের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিকী। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। আরও উপস্থিত ছিলেন স্যামসাং বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টও সিএস মুন এবং ডিউইআইটিএস মডারেটর ড. শফিকুল ইসলাম ভুঁইয়া। প্রধান অতিথির বক্তব্যে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এই অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে প্রযুক্তিবিষয়ক মেলা, সেমিনারসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ডিইউআইটিএস যে প্রযুক্তি উৎসবের আয়োজন করেছে সেটি তথ্যপ্রযুক্তির এই অগ্রযাত্রাসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিকী বলেন, 'শিক্ষার্থী তথা তরুণ প্রজন্মকে আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে না পারলে জাতিকে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইটি সোসাইটি আয়োজিত এ উৎসব অবশ্যই শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক হবে।' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফ্রিল্যান্সার আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বিশ্বের সেরা কনটেন্ট মেকার ও সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজার হিসেবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান ডেভসটিমকে পুরস্কৃত করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সিনিয়র লেকচারার জাবেদ মোর্শেদের পরিচালনায় সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন প্রকল্পের উপদেষ্টা আনীর চৌধুরী, বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক জ্ঞানেন্দ্র নাথ বিশ্বাস ও বিআইআইসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সূফি ফারুক ইবনে আবু বকর। উৎসবে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের প্রকল্প প্রদর্শন, গেমিং কনটেস্ট, কুইজ প্রতিযোগিতা, কর্মশালা, সেমিনার, তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর বিতর্ক, বিজনেস আইডিয়া প্রতিযোগসহ রয়েছে নানা আয়োজন। এছাড়াও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও মিট দ্য পার্সোনালিটির আয়োজন থাকছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রায় ২০টি প্রকল্প প্রদর্শিত হচ্ছে উৎসবে। এ আয়োজনে প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে রয়েছে বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তিপণ্য প্রতিষ্ঠান স্যামসাং। এ ছাড়াও এ আয়োজনে সহ-পৃষ্ঠপোষক হিসেবে রয়েছে ইন্টেল।

■ তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক